প্রেস বিজ্ঞপ্তি, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

আর্টিকেল ১৯, ইক্যুইটিবি ও দ্য ডেইলি স্টার আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠক

তথ্যে প্রবেশাধিকারকে স্থায়িত্বশীল উন্নয়নলক্ষ্যের কেন্দ্রীয় বিষয় করতে সরকারের প্রতি আহ্বান

আজ ঢাকায় দ্য ডেইলি স্টার সেন্টারের আজিমুর রহমান কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যের কেন্দ্রীয় বিষয়ক হিসেবে তথ্যে প্রবেশাধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জাতিসংঘের কাছে আবেদন করতে সরকারকে উদ্যোগ নেবার আহ্বান জানান সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ।

আর্টিকেল ১৯, ইক্যুইটিবিডি ও দ্য ডেইলি স্টার আয়োজিত"একসেস টু ইনফরমেশন সেন্ট্রাল টু দ্য পোস্ট ২০১৫ ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডা"শীর্ষক এই গোলটেবিল বৈঠকে সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ড. শামসুলআলম, কেবিনেট ডিভিশনের অতিরিক্ত সচিব নজরুল ইসলাম, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জাতিসংঘ ডেস্কের মহাপরিচালক সাদিয়া মুনা তাসনিম, বাংলাদেশ তথ্য কমিশনের কমিশনার ড. সাদেকা হালিম, টিআইবি'র ড. ইফতেখারুজ্জামান, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের শাহীন আনাম, স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ড. তোফায়েলআহমেদ, একশনএইডের পরিচালক আসগর আলী সাবরি, অক্সফামের মনীষাবিশ্বাস, ব্যারিষ্টার তানজিবুল আলম, সাবেক এমপি ড. আকরাম হোসেন, দ্য নিউ নেশনের নির্বাহী সম্পাদক ফারুক আহমেদ প্রমুখ।

গোল টেবিল বৈঠক সঞ্চালনা করেন দ্য ডেইলি স্টারের নির্বাহী সম্পাদক ড. সালেহ উদ্দীন, আর্টিকেল ১৯-এর পরিচালক তাহমিনা রহমান এবং ইক্যুইটিবিডি-র প্রধান সঞ্চালক রেজাউল করিম চৌধুরী।

পরিকল্পনা কমিশনের ড. শামসুল আলম বলেন, ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন আলোচনা বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রস্তাবনায় তথ্যে প্রবেশাধিকারের বিষয়টি কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবেই আছে। বাংলাদেশ সরকার পরবর্তীতে জাতিসংঘের প্রক্রিয়ায় এটি পেশ করবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জাতিসংঘ বিষয়ক ডেস্কের মহাপরিচালক সাদিয়া মুনা তাসনিম বলেন, জাতিসংঘের এসডিজি (স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্য) প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সময় বাংলাদেশ সরকার উন্নয়নের অধিকার বিষয়ে ও আবেদন জানাবে। কেবিনেট ডিভিশনের অতিরিক্ত সচিব জনাব নজরুল ইসলাম বলেন, সরকার স্বীকার করে যে তথ্যে প্রবেশাধিকার আইন পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে গেলে আমাদের এখনও অনেক প্রস্তুতিমূলক কাজ করতে হবে।

টিআইবি'র ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, দুর্নীতির কারণে সরকারের মোট বাজেটের ১৩.৬% এবং জিডিপি'র ২.৪% অপচয় হয়ে থাকে। সত্যিকার অর্থে তথ্যে প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে এটা বন্ধ করতে হবে। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের শাহীন আনাম বলেন, সরকারের জবাবদিহিতার কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে জনগণের তথ্যে প্রবেশাধিকার। দেশের গণমাধ্যমগুলোকে এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ড. তোফায়েল আহমেদ বলেন, আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আগেই প্রার্থীদের ৮টি তথ্য যথাযথভাবে প্রকাশ করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে।

সাবেক সংসদ সদস্য ড. আকরাম হোসেন বলেন, তথ্য প্রকাশের জন্য জনগণের দিক থেকে তথ্য চাহিদা বাড়ানোর বিকল্প নেই।এজন্য ব্যাপক জনসচেতনতা বাড়াতে হবে।

বাংলাদেশ তথ্য কমিশনের মাননীয় কমিশনার ড. সাদেকা হালিম বলেন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিশেষ করে ভূমিমন্ত্রণালয়কে জনগণের কাছে তথ্য প্রকাশের জন্য স্বপ্রণোদিত হবে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এ ব্যাপারে সাড়া পাওয়া যায় না।

বার্তা প্রেরক
তাহমিনা রহমান, আর্টিকেল১৯ (০১৭১৩০৩৯৬৬৯)
রেজাউল করিম চৌধুরী, ইক্যুইটিবিডি (০১৭১১৫২৯৭৯২)
মোস্তফা কামাল আকন্দ, ইক্যুইটিবিডি (০১৭১১৪৫৫৫৯১)